আসি আসি বলে কেন আর এলো না!

কর্ণফূলী প্রতিবেদন

বারী সিদ্দিকী বাংলাদেশের বর্তমান সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে একজন প্রখ্যাত বংশীবাদক এবং লোকসঙ্গীত শিল্পী। তার দরদী কণ্ঠে গাওয়া বিরহের গানগুলো যে কারো হৃদয়ে সহজে আঁচড় দিয়ে যায়। নিঃসঙ্গ প্রবাসে বিরহে কাতর তার সুর যেকোন শুষ্ক হৃদয়ে জল সিঞ্চন করে প্রশান্তি বয়ে আনে। হ্যামিলনের বংশীবাদকের মত তার বাঁশির সুর প্রবাসী শ্রোতাদেরকে সম্মোহিত করে সহজে। আর তাই দেশের চেয়ে প্রবাসেই তার আবেদন বরাবরই বেশী। মধ্যপ্রাচ্য, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক দেশ ঘুরে তিনি বছরের পর বছর ধরে অনুষ্ঠান করেছেন। 'ইমিগ্রশন-কৃপণ' অপবাদে দুষ্ট অষ্ট্রেলিয়ার মত কঠিন দেশেও তিনি পর পর দুবার এসে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ের স্বদেশীদের তাঁর মায়াবী গান শুনিয়ে গেছেন। পৃথিবীর কোন দেশেই ভিসা পেতে তার কখনো কসরত করতে হয়নি। ভিসার পর ভিসা লাগিয়ে পাসপোর্টের সকল পাতা তার ফুরিয়ে গেছে, একটার সাথে আরেকটা জোড়া লাগিয়ে অভিধানের মত প্রায় অর্ধ-সহস্র গ্রাম ওজন হয়ে গেছে তার পাসপোর্ট বহু আগেই। বরেণ্য ও জাতীয় শিল্পী আবদুল জব্বার (ইউ.এস.এ), রবীন্দ্র সঙ্গিত শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া (ইউ.এস.এ), প্রখ্যাত সাহিত্যিক অধ্যাপক আবদুল্যাহ আবু সায়ীদের ছোট ভাই বিখ্যাত টি.ভি নাট্যকার ও অভিনেতা আল মনসুর (ইউ.এস.এ), ভারতের প্রাক্তন সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশের জামাতা প্রখ্যাত গায়ক কবির সুমন (পশ্চিম জার্মানি), চলচ্চিত্র নায়িকা অঞ্জু ঘোষ (ভারত), নায়িকা অরুনা বিশ্বাস (কানাডা) অথবা বঙ্গবন্ধুর একান্ত সচিব আমিনুল হক বাদশা এবং বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা রাজু আহমেদের ছোটভাই সঙ্গীত শিল্পী মান্না হক (ইউ.কে) এর মত পৃথিবীর কোথাও কোন অনুষ্ঠান করতে গিয়ে আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে বারী সিদ্দিকী ঝুলে পড়েননি। এত গুণ, এত মান, এত সুখ্যাতি থাকা সত্বেও বারী সিদ্দিকী সিডনীতে এবছরের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে 'আসি আসি করে আর আসিতে পারিলেন না'। এ দায় কার, এ কলঙ্কের বোঝা কে বইবে!! অনুষ্ঠানটি প্রথম হওয়ার কথা ছিল চলতি বছরের মধ্য জানুয়ারীর কোন একদিনে। বিশাল পোষ্টার সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে রঙিন প্রচার চলেছিল প্রায় ছয় মাস ধরে। কিন্তু শিল্পীর ভিসা শেষপর্যন্ত হয়নি। আয়োজক সংগঠনটি বাধ্য হয়ে অনুষ্ঠানের সময়সূচী মার্চের মাঝামাঝি পরিবর্তন করে পুনরায় তাদের প্রচার চালিয়ে যায় এবং দ্বিতীয়বার বারী সিদ্দিকীর ভিসার জন্যে দরখাস্ত করে। কিন্তু তারা এবারো ব্যার্থ হয়। আয়োজক সংগঠনের বর্ষপূর্তি উৎসব উদযাপন করার স্বপ্নটি শেষাব্দি দুঃস্বপ্নে পরিনত হয়। বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে যে উক্ত সংগঠন বারী সিদ্দিকী'র জন্যে প্রথমবার ভিসার দরখাস্ত করার সময় সঙ্গী হিসেবে একজন 'খুচরা হাত'(মিউজিকেল হ্যান্ড)এর নাম সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছিল। অনুষ্ঠান আয়োজকদের একজনের ছোট ভাই ছিল সেই 'খুচরা'। উদ্দেশ্যমুলক এই ভুলটির কারনে দ্বিতিয়বারের দরখাস্তে উক্ত খুচরার নাম বাতিল করার পরেও ইমিগ্রেশনের কাছে তাদের সততা ও বিশ্বস্ততা প্রশ্নবিদ্ধ থেকে যায়। আয়োজক গোষ্ঠি ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টকে তাদের অনুষ্ঠান সমাসন্ন বলে যতই তাগাদা দেয় ততই তারা 'ইন্টারন্যাল ইনভেস্টিগেশন' এর কথা বলে বলে এপ্লিকেশন প্রসেসটিকে কড়া ব্রেক দিয়ে শম্বুক গতি করে দেয়। শেষ পর্যন্ত পুরো অনুষ্ঠানটি ভেস্তে যায়। প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি মুখে ও সততার চেরাগ হাতে ধরা

'কি অপরাধ আমি করেছি যে আমাকে এত বড় শাস্তি পেতে হলো' বলেছেন অভাগা শিল্পী বারী সিদ্দিকী

একটি উদিয়মান সংগঠন অঙ্কুরেই এভাবে বিনষ্ট হয়ে যাবে কেউই ভাবতে পারেনি। আপামর জনসাধারনের আশিবার্দ ও প্রত্যাশাকে এভাবে ওরা ধোকা দেবে কেউ কল্পনাও করেনি। সম্প্রতি বারী সিদ্দীকির সাথে সিডনী থেকে একজন ব্যক্তি টেলিফোনে যোগাযোগ করলে তিনি অনেকটা আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন, 'ওরা আমার এত বড় ক্ষতি করবে আমি ভাবতেই পারিনি, আমার পক্ষে হয়ত আর কক্ষনো অষ্ট্রেলিয়ায় যাওয়া হবেনা। ওরাতো গেল আমারেও দাগী বানাইয়া দিল।' তার কষ্টের কথাগুলো ছিল সত্যি হৃদয়বিদারক।

সিডনীতে এমন দুর্ঘটনা অতিতে বহুবার হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। সাংগঠনিক সততা, প্রতিশ্রুতি ও দায়বদ্ধতা না থাকলে এমনটি হয়েই থাকে। সম্প্রতি বাংলাদেশী একটি সিনেমার প্রিমিয়ার শো করার জন্যে আরেকটি সংগঠন দেশ থেকে কয়েকজন জাতীয় অভিনেতা, অভিনেত্রী ও একজন পরিচালককে আমন্ত্রন করতে গিয়ে একই কান্ড করে। সাথে খুচরো লোকের নাম জুড়ে দেয়ার ফলে সকলের ভিসা আবেদন তখন একসাথে বাতিল হয়ে যায়। অষ্ট্রেলিয় ইমিগ্রেশনের কাছে প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির মন্দ দিকটি নগ্নভাবে পূনরায় উম্মোচিত হয় আরেকবার। উক্ত আয়োজক একজন বিশিষ্ট 'সাংস্কৃতিক গোলাম' হিসেবে সিডনীতে বেশ পরিচিত। বাংলাদেশী সংগঠনের নামে তিনি অতীতে উক্ত 'কর্ম'টি বেশ কয়েকবার এস্তেমাল করেছেন বলে সমাজে তার ব্যাপক বদনাম আছে।

আগুন ও কয়লার সংমিশ্রনে সম্প্রতি সিডনীতে আরেকটি 'আলোচিত' সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে। এ বিষয়ে সহজ-সরল ও খেটে-খাওয়া একশ্রেনীর পরিবহন শ্রমিকদের মাঝে ব্যাপক প্রচার চালানো হচ্ছে। উক্ত সঙ্গিতানুষ্ঠানে আগুনের সাথে এবার বাংলাদেশ থেকে কয়লার এক সহোদর 'খুচরা' হিসেবে আসবে বলে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া গেছে। প্যারামাটা ভিত্তিক একটি বাংলাদেশী সংগঠনের রহমতে (আশির্বাদে) কয়লার মঞ্চে আগুন উদয় হবে বলে বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা গেছে। কয়লা তার এক বেকার ভাইকে অষ্ট্রেলিয়াতে হিজরত করানোর জন্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রচূর মেহনত করেছে। পবিত্র আরবের মরুতে 'খোরমা খেজুর' বাগানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বছর কয়েকের জন্যে তাকে পাঠিয়েছিল। আরব রাজ্য থেকে ফেরার পর এখন ঢাকাতে বিভিন্ন শিল্পীগোষ্টির সাথে ওঠা বসা এবং মাঝে সাঝে টি.ভি চ্যানেলের পর্দায় খুচরো হিসেবে আবির্ভুত হওয়ার জন্যে ভাইকে অবিরত নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে। হতভাগা ছোট ভাইটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কয়লার নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করেছে। এখন শুধু 'দরিয়া' পার হওয়ার পালা। আর সেই দীর্ঘ পরিকল্পনার সুত্র ধরেই মোক্ষম সময়ে আগুন আসছে এবার সিডনীতে কয়লার ভাই ময়লাকে সাথে নিয়ে। দেখা যাক কয়লা বাংলাদেশী প্রবাসী সমাজকে এবার আগুন দিয়ে কতটুকু 'আলোকিত' করে।

আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশী সমাজ তবে কি বারে বারে এভাবেই কলঙ্কিত হবে! প্রতিবেশী দেশ ভারতীয় প্রবাসীদের মত আমরাও কি পারিনা কোন নির্ভেজাল সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং অনুষ্ঠান করতে? আমরা কি এতই নষ্ট!! যতই বিনয়ী হোক অথবা প্রথম দিকে যতই সততার প্রতিশ্রুতি রাখুক, বাস্তবে কি ওরা সকলেই একই আদর্শের লোক? মুখোশের আড়ালে কয়লা, গোলাম, মোল্লা ওরা সকলেই কি একই গোত্রভুক্ত এবং ওদের জীবনের মিশন ও ভিশন কি একটাই ?!!

কর্ণফূলী প্রতিবেদন

বিঃদ্রঃ [*ওদের স্পন্সরকৃত সিডনীতে ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিত যেকোন বাংলাদেশী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোতে এখন থেকে কড়া নজর রাখতে হবে বলে সুধীজন সকলে মনে করেন।*]